292192 - যে নারী রমযানের কাযা রোযার নিয়ত রাত থেকে না করে সকালে করত তার উপর কি করা আবশ্যকীয়?

প্রশ্ন

আমার বান্ধবী প্রতি বছর রমযানের যে রোযাগুলো ভাঙ্গা পড়ত সেগুলোর কাযা পালন করত। কিন্তু রাত থেকে নিয়ত করত না। অর্থাৎ সে সকালে নিয়ত করত। সে জানত না যে, কাযা রোযার নিয়ত রাত থেকে করা ওয়াজিব। এভাবে রোযা পালনের হুকুম কী? তার উপর কি কাফ্ফারা পরিশোধের পাশাপাশি রোযাগুলো পুনরায় রাখতে হবে? নাকি অন্য কিছু?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সকল আলেমের অভিমত অনুযায়ী আপনার বান্ধবীর রমযানের ভাংতি রোযাগুলোর কাযা পালন সঠিক হয়নি। তাই তার উপর ফরয সেই দিনগুলোর রোযা পুনরায় রাখা এবং তার উপর কোন কাফ্ফারা ফরয নয়। এই হুকুম সর্বশেষ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যেহেতু সেই বছরের রোযা কাযা পালন করার সময় এখনও বলবৎ আছে। পক্ষান্তরে, বিগত বছরগুলোর রোযার ব্যাপারে কোন কোন আলেম যেমন ইবনে তাইমিয়ার অভিমত হচ্ছে: যেই ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কোন একটি ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করে থাকে এবং ঐ ইবাদতটির সময় পার হয়ে যায় তাহলে সেই ইবাদতটি পুনরায় সম্পাদন করা তার উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং আপনার বান্ধবী যদি এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আশা করি এতে কোন গুনাহ নেই।

বিস্তারিত উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

প্রত্যেক ফরয রোযার জন্য রাত থেকে নিয়ত করা আবশ্যকীয়। এটি জমহুর আলেমের অভিমত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্ব থেকে রোযা রাখার নিয়ত পাকাপোক্ত করেনি তার রোযা নেই।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪), সুনানে তিরমিযি (৭৩০), সুনানে নাসাঈ (২৩৩১)] সুনানে নাসাঈর ভাষ্যে রয়েছে: "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত থেকে রোযা রাখার নিয়তকে সুদৃঢ় করেনি তার রোযা নেই।"[আলবানী 'সহিহু আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

তিরমিযি (রহঃ) হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন: "কোন কোন আলেমের নিকট এ হাদিসটির অর্থ হল: যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার আগে রোযা রাখার দৃঢ় সংকল্প করেনি, রাত থেকে নিয়ত করেনি; সেটা রমযানের রোযা হোক কিংবা কাযা রোযা হোক কিংবা মানতের রোযা হোক; তার রোযা জায়েয হবে না।

আর নফল রোযা হলে সটোর নয়িত সকালে করলওে জায়যে হবে। এটি শাফয়েি, আহমাদ ও ইসহাকরে অভমিত।"[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে: "যদি ফরয রোযা হয়; যমেন রমযানরে রোযা বা কাযা রোযা, মানতরে রোযা, কাফ্ফারার রোযা; তাহলে রাত থকেে নয়িত করা আমাদরে ইমামরে নকিট, মালকে ও শাফয়েি.... এর নকিট শর্ত। এরপর তনিি পূর্বোক্ত হাদসিটি দয়িে দললি পশে করনে।"[আল-মুগনী (৩/১০৯) থকেে সমাপ্ত]

ইমাম আবু হানফিা এ ক্ষত্রেে অধকিাংশ আলমেরে সাথে মতভদে করছেনে। তনিি রোযার কছিু প্রকাররে ক্ষত্রেে দনিরে বলো থকেে নয়িত করলে জায়যে হবে বলছেনে। তবে তনিি অধকিাংশ আলমেরে সাথে এ ব্যাপারে একমত য, রমযানরে কাযা রোযার নয়িত রাত থকেে না করলে সে রোযা শুদ্ধ হবে না। বরং হানাফি মাযহাবরে কোন কোন আলমে এই মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করছেনে।

আল-কাসানি আল-হানাফী 'বাদায়উিস সানায়ি' গ্রন্থে (২/৫৮৫) বলনে:

"সকল রোযার ক্ষত্রেে উত্তম হচ্ছে ফজর উদতি হওয়ার সময় নয়িত করা; যদি সটো সম্ভবপর হয় কংিবা রাত থকেে নয়িত করা...। যদি ফজর উদতি হওয়ার পর নয়িত করে এবং সে রোযাটি ঋণশ্রণেীয় হয়; তাহলে ইজমার ভত্তিতিে তা জায়যে হবে না।"[সমাপ্ত]

তনিি ইতপিূর্বে (২/৫৮৪) ঋণশ্রণেীয় রোযা দ্বারা হানাফী আলমেদরে উদ্দশ্যে ব্যাখ্যা করছেনে য, "তা হচ্ছে: কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা ও সাধারণ মানতরে রোযা।"[সমাপ্ত]

এর সাথে দখেুন: ইবনে আবদেীন-এর 'রাদ্দুর মুহতার' (২/৩৮০)।

আরও জানতে পড়ুন: 192428 নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে আপনার বান্ধবী রমযানরে কাযা রোযার নয়িত দনিরে বলো থকেে করায় সকল ইমামরে মতে তার রোযা শুদ্ধ হয়নি।

তার উপর ফরয হল ঐ দনিগুলোর রোযা পুনরায় রাখা। তবে তার উপর কোন কাফ্ফারা আবশ্যক নয়; যমেনটি ইতপিূর্বে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়ছে।

এই হুকুমটি তার সর্বশষে বছররে রোযাগুলোর কাযা পালনরে সাথে সংশ্লষ্টি; য রোযাগুলো পালনরে সময় এখনও বাকী আছ। আর আগরে বছরগুলোর রোযার ক্ষত্রেে ইবনে তাইময়িার মত কোন কোন আলমেরে অভমিত হচ্ছে: অজ্ঞতাবশতঃ য ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করা হয়ছে এবং এর সময় পার হয়ে গছে সে ইবাদতটি পুনরায় পালন করতে হবে না।

তাই যদি আপনার বান্ধবী এই অভিমতটকিে গ্রহণ করনে তাহলে আমরা আশা করছি যে, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।